বীরাঙ্গনা ২–এ আয়েন্দ্রী

গত বছর নির্ঝর মিত্রর পরিচালনায় মুক্তি পেয়েছিল ‘বীরাঙ্গনা’। হইচই-এর এই সিরিজে মুখ্য চরিত্রে দেখা গিয়েছিল অভিনেত্রী সন্দীপ্তা সেনকে। এছাড়াও নেতিবাচক চরিত্রে দেখা গিয়েছিল ‘লাফটারসেন’ নিরঞ্জন মণ্ডলকে। তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল দর্শক থেকে সমালোচক মহলে। এবার আসছে এই সিরিজের দ্বিতীয় অধ্যায়। নির্ঝরের পরিচালনায় সন্দীপ্তাকে আরও একবার ‘বীরাঙ্গনা’ রূপে দেখবেন দর্শক। তবে এবার তিনি কার সঙ্গে মোকাবিলা করবেন, তা এখনও খোলসা নয়। কিন্তু জানা যাচ্ছে, এই সিরিজের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে এবার দেখা যেতে পারে অভিনেত্রী আয়েন্দ্রী রায়কে। নিজেই এই সুখবর সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন আয়েন্দ্রী। অভিনেত্রীকে এর আগেও বহু সিরিজে দেখেছেন দর্শক। তবে মূলত ধারাবাহিক থেকেই ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। এবার হইচই-এর এই থ্রিলার সিরিজে তাঁকে কোন ভূমিকায় দেখা যাবে, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। শোনা যাচ্ছে, ‘বীরাঙ্গনা ২’-এ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে একঝাঁক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিনেতা দেবরাজ ভট্টাচার্য। এবারের গল্প ঠিক কোন অপরাধ নিয়ে এগোবে, সেটা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। ‘বীরাঙ্গনা ২’-এ এবার আরও জোরালো বুদ্ধি নিয়ে ফিরছে সন্দীপ্তার চরিত্রটি। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে শুটিং।

■ আয়েন্দ্রী রায়

শেষ হচ্ছে কনে দেখা আলো

ফের দুঃসংবাদ টলিপাড়ায়! বছর ঘুরতে না ঘুরতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে জি বাংলার এই জনপ্রিয় ধারাবাহিক। জানা যাচ্ছে, এবার গল্পে ইতি টানতে চলেছে ‘কনে দেখা আলো’। ইতিমধ্যেই শুটিং শেষ। কিন্তু হঠাৎ কেন শেষ হচ্ছে লাজু ও অনুভবের গল্প? জানা যাচ্ছে, গল্পের মোড়ে আর নতুন টুইস্ট আসা বাকি ছিল না। ফলে বেশিদিন আর না টেনে শেষ হচ্ছে এই ধারাবাহিক। এই মুহূর্তে গল্পে অনুভব ও লাজুর বিয়ে দেখানো হচ্ছে। আর তাঁদের বিয়ের গল্পের মাধ্যমেই নাকি শেষ হবে এই ধারাবাহিক, খবর এমনটাই। ধারাবাহিকের গল্প অনুযায়ী বনলতাকে ডিভোর্স দিয়ে লাজুকে বিয়ে করতে চেয়েছে অনুভব। লাজুও সুদেবকে ডিভোর্স দিয়েছে। কিন্তু গ্রামের মেয়ে লাজুকে কিছুতেই ছেলের বউ হিসাবে মেনে নিতে পারে না অনুভবের মা। মাঝে সে আর কোনও উপায় না দেখে বনলতার সঙ্গেই হাত মিলিয়েছিল। কিন্তু ছেলেকে ভুল বুঝিয়ে লাজুর সম্পর্কে খারাপ ধারণা তৈরি করতে পারেনি। মায়ের অমতেই লাজুর সঙ্গে সংসার করবে বলে জানায় অনুভব। কিছুদিন আগেই গল্পে দেখানো হয়েছিল বনলতা প্ল্যান করে, কিছুতেই লাজুকে সে অনুভবের হতে দেবে না। তাদের বিয়ে সে ভেঙেই ছাড়বে। কিন্তু বনলতার এই প্ল্যান একেবারেই সফল হয় না। শেষমেশ বিয়ে হবেই লাজবন্তী ও অনুভবের। আর এভাবেই দু’জনের মিল দেখিয়ে শেষ হবে ‘কনে দেখা আলো’।

■ ধারাবাহিক কনে দেখা আলো–র দৃশ্য

এক আদর্শ স্কুলের উপাখ্যান

চেনা স্বাদে হেরো স্কুলের জিতে যাওয়ার গল্প। নতুন সিরিজ আদর্শ বাল বিদ্যালয়-এর মার্কশিট নিয়ে হাজির
পরমা দাশগুপ্ত

সরকারি স্কুল নিয়ে অভিযোগের শেষ থাকে না অনেকেরই। পড়াশোনা হয় না, হলেও তার মানের ঠিক নেই, পড়ুয়ারা আসে না, মিড-ডে মিলে গোলমাল। আর সুগ্রীব যখন দোসর, তখন বেলাগাম দুর্নীতি। যাদের বেসরকারি স্কুলে পড়ানোর সামর্থ্য আছে, তাদের কথা না হয় আলাদা। কিন্তু যাদের সামান্য টাকায় সরকারি স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থাটুকুও বহু কষ্টে করতে হয়, সে সব পরিবারের ছেলেমেয়ের কি তবে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎই ভবিতব্য? সবাই মিলে চেষ্টা করলে কি তাদের ভাগ্যও গড়ে দেওয়া যায় না? নিশ্চয়ই যায়। প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা আর নাছোড় জেদ। আর শিক্ষক-পড়ুয়া-অভিভাবক সবাই মিলে হাতে হাত মিলিয়ে লড়ার মনোবল।

সেই সত্যিটাই চোখের সামনে আরও একবার তুলে ধরল অ্যামাজন প্রাইমের নতুন সিরিজ। ‘আদর্শ বাল বিদ্যালয়’ দেখিয়ে ছাড়ল ‘হেরো স্কুল’-এর দুর্নাম ঘুচিয়ে আদর্শ স্কুল হয়ে উঠতে কঠিন মুখ আর গুরুগম্ভীর পরিস্থিতির দরকার নেই। বরং হাসিখুশি মেজাজে, একে অপরের পাশে থেকেও যুদ্ধ জেতা যায়।

পরিচালক হিমাঙ্ক গৌড় এবং ক্রিয়েটার বিশ্বপতি সরকার ও সমীর সাক্সেনার এই সিরিজের কেন্দ্রবিন্দুতে দিল্লির টিঙ্কি টোলি-র এক হতশ্রী সরকারি স্কুল। যার না আছে টাকা, না আছে রেজাল্টের জোর। গুটি কয়েক মেধাবী পড়ুয়া বাদ দিলের বাকিদের রেজাল্টে ফেল আর দুষ্টুমির ভাগই বেশি। আর কিছুটা বড় হয়ে গেলে? দরিদ্র পরিবারে রোজগারের টানে স্কুলছুট তাদের নিত্য সমস্যা। এমনই এক স্কুলের হেডমাস্টার জ্ঞানেশ্বর ত্রিপাঠী (কে কে মেনন)। অমনোযোগী পড়ুয়াদের স্কুলে আসা নিশ্চিত করতে যিনি রোজ তাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে নেমে পড়েন। হাজার বাধা ঠেলে স্কুল চালাতে তাঁর নিত্য সংগ্রামের সঙ্গী পান থেকে চুন খসলে পড়ুয়াদের স্কেলপেটা করা হিন্দি স্যর হংসরাজ মিনা (অভিমন্যু সিং), পড়ুয়াদের বন্ধু হয়ে ওঠার পক্ষপাতী, হাল-না ছাড়া অঙ্কের দিদিমনি কাঞ্চন (প্রসন্না বিস্ত), সেক্স এডুকেশনের পাঠ দিতে গিয়ে নিজেই শরমে মরে যাওয়া শর্মা ম্যাম (অন্নপূর্ণা সোনি), মোবাইলে মজে থাকা ইংরেজি শিক্ষক শাইনি স্যর (অজিতেশ গুপ্ত) এবং স্কুল কাউন্সেলর মুকুল ডেংলা (নবীন কস্তুরিয়া)। নুন আনতে পান্তা ফুরনো স্কুলে ফান্ডিংয়ের জন্য স্থানীয় বিধায়ক গোল্ডি রন্ধওয়া (দেবেন ভোজানি) এবং তাঁর পিএ ঊর্মিলা দেবী (অর্চন পূরণ সিং)-র মুখাপেক্ষী হয়েই দিন কাটে জ্ঞানেশ্বরের। তার মধ্যেই হাজির সরকারি ইমেল। বোর্ডের পরীক্ষায় সেরা দশ স্কুলের তালিকায় থাকলে হেডমাস্টারের ভাগ্যে জুটবে সস্ত্রীক কেমব্রিজ-দর্শনের সুযোগ। কিন্তু যে স্কুলকে সকলেই খরচের খাতায় ঠেলে দিয়েছে, যে স্কুলে পড়ুয়াদের পড়তে বসাতেই মাথার ঘাম পায়ে পড়ে, সেখানে এমন সুযোগের শিকে ছিঁড়বে কি জ্ঞানেশ্বরের কপালে? সত্যিই কি সকলে মিলে আমূল পাল্টে দিতে পারবে স্কুল তথা তার পড়ুয়াদের হাল? নাকি বরাবরের মতো হেরে যাওয়াই লেখা আছে ভবিষ্যতের পাতায়? তা নিয়েই এগিয়েছে সাত পর্বের সিরিজ।

■ সিরিজ আদর্শ বাল বিদ্যালয়–এর দৃশ্য

হাল্কা মেজাজে মজাদার সব ঘটনার হাত ধরে বলা গল্পের পরতে পরতে উঠে এসেছে বাস্তবের কঠিন কঠিন সমস্যা। কখনও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের হাল, কখনও সরকারি স্কুলের বেহাল পরিস্থিতি থেকে স্কুলছুটের সমস্যা, কখনও দারিদ্রের কাছে হার মানার হিসেব, কখনও বা স্কুলশিক্ষায় সরকারি প্রকল্প কিংবা রাজনীতির ময়দানের প্রভাব। টিআরপি আর মুখরোচক ‘স্টোরি’র টানে মিডিয়ার কীর্তিকলাপও বাদ যায়নি। তবে সবটাকেই ছাপিয়ে গিয়েছে নিষ্পাপ শৈশব-কৈশোরের মনের খবর, দুষ্টুমি আর হুল্লোড়ের মনমাতানো স্বাদ। মন ছুঁয়ে যায় ভালবেসে ছোটদের দিকে হাত বাড়িয়ে রাখা বড়দের গল্পও।

কমেডি টাইমিং থেকে আবেগের দোলাচল— কে কে মেনন যথারীতি সবেতেই অনবদ্য। উল্টো পিঠে কড়া শাসনে ছেলেপুলেদের ‘মানুষ’ করতে চাওয়া মিনা স্যরকে ভীষণ চেনা লাগে অভিমন্যুর বলিষ্ঠ অভিনয়ে। নাছোড় জেদে পড়ুয়াদের শাস্তি দিতে না চাওয়া কাঞ্চন হিসেবে ভারী মিষ্টি লাগে প্রসন্নাকে। ছাত্রছাত্রীদের মনের যত্ন নেওয়া থেকে নিজের মা-হারা মেয়ের সঙ্গে টক-মিষ্টি সম্পর্ক বোনা স্কুল কাউন্সিলর মুকুলও জীবন্ত হয়ে ওঠে নবীনের দৌলতে। বাকি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চরিত্রেও যে যার মতো করে নজর কেড়েছেন অভিনেতারা। কেউ মিষ্টি, কেউ দুষ্টু, কেউ মেধাবী, কেউ বা পড়াশোনা থেকে সাড়ে সতেরো হাত দূরে—পড়ুয়াদের প্রত্যেককেই ভাল লাগে অভিনয়ের গুণে। আর হ্যাঁ, দূরদর্শনের ‘শ্রীমতীজি’ থেকে বড় পর্দার ‘মিস ব্রিগ্যাঞ্জা’ অর্চনাকেও রাজনীতির ময়দানে দারুণ মানিয়েছে। স্কুলের চৌকাঠ পেরোতে না পারা বিধায়ক হিসেবে জীবন্ত লেগেছে দেবেনকেও।

হেরোদের জিতে যাওয়ার, জিতিয়ে দেওয়ার এ ধরনের গল্প নতুন কিছু নয়। ছোটপর্দা থেকে বড়পর্দা, কিংবা ওটিটি, সবেতেই তার দেখা মেলে। আবেগে-উত্তেজনায় মনও ছুঁয়ে যায়। এ সিরিজ যদিও কোনও রকম বাড়তি রোমাঞ্চ বা নাটকীয়তার পথে না হেঁটে, প্রত্যাশিত মোড়ের সহজ-সরল পথেই আস্থা রেখেছে। তবে একটা ব্যাপার এড়িয়ে যাওয়ার নয়। এক রান্নায় অনেক রকম মশলা দিতে গিয়ে কখনও সখনও স্বাদে টান পড়ে। এখানে ঘটে যায় তেমনটাই। একই গল্পে সমাজের, বাস্তব পরিস্থিতির এতগুলো দিক তুলে ধরতে গিয়ে কোথাও খানিকটা অগোছালো হয়ে, কোথাও আবার খানিকটা ঢিমে তালে এগোয় পর্বগুলো। মাঝেসাঝে কেমন যেন নীতিকথার মতোও ঠেকে।

তবু সিরিজ জুড়ে একটা মন ভাল করা গন্ধ আছে। শৈশবের গন্ধ, কৈশোরের গন্ধ, ফেলে আসা স্কুলবেলার গন্ধ। নীতিকথা মনে হোক বা না হোক, সে সুবাসেই এ কাহিনি ম ম করে। তার কাছে বাকি সব ফিকে! আর তাতেই বোধহয় ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে যায় ‘আদর্শ বাল বিদ্যালয়’।

ওয়েব ওয়েভ

তথ্য সঙ্কলন: শ্যামশ্রী সাহা, স্নিগ্ধা দে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Deadbody,** found on 18.01.2026, Near Lokenath Mandir, Huzur Saheb Math, Majar Sarif, W/No - 04, PS - Haldibari, Cooch Behar. Description of this Deadbody is: **Age** - 13 Years (Approx), **Sex:** Male, **Complexion** - Black, **Height**- 4 Feet 5 Inch (Approx), **Build** - Medium, **Hair** - Black, **Wearing** - Blue check shirt, Gray full pant & White shoes. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.- 033-2450-6120.

ICA-D 1418(3)/2026

ফর্ম নং: ১৪
[রেগুলেশন ৩৩(২) দ্রষ্টব্য]
প্রাপ্তিস্বীকারপত্র–সহ রেজিস্টার্ড ডাক দ্বারা, হাতে করে, ব্যর্থ হলে প্রকাশনের মাধ্যমে

রিকভারি অফিসার–I/II–এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল
কলকাতা (ডিআরটি ৩)
ফ্লোর নং ৮, জীবন সুধা বিল্ডিং,
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড,
কলকাতা–৭০০০৭১

দাবি বিজ্ঞপ্তি

রিকভারি অফ ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি অ্যাক্ট, ১৯৯৩–এর ধারা নং ২৫ থেকে ২৮ এবং ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১–এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
আরসি/৫/২০২৫
ফেডারেল ব্যাঙ্ক
বনাম
মিসেস জয়শ্রী আচার্য ও অন্যরা

প্রতি:
(সিডি ১) মিসেস জয়শ্রী আচার্য, স্বামী– শ্রী আশিস আচার্য, ১৫৯/১বি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, রুম নং ৮২, কলকাতা–৭০০০২৯; **তৎসহ:** দোকান, যার ঠিকানা: ৪, হালতু মেন রোড, কলকাতা–৭০০০৭৮; **তৎসহ:** ৪১/বি/২, আর এন দাস রোড, নবনী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩ নং ফ্লোর, কপিবাগানের কাছে, কলকাতা–৭০০০৩১
(সিডি ২) আশিস আচার্য, পিতা– শ্রী মুকুন্দ আচার্য, ৪১/বি/২, আর এন দাস রোড, নবনী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩ নং ফ্লোর, কপিবাগানের কাছে, কলকাতা–৭০০০৩১

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **ওএ/৬৮৮/২০১৭**–এর প্রেক্ষিতে মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, কলকাতা (ডিআরটি ৩)–এর আদেশ অনুযায়ী জারিকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট মোতাবেক আপনাদের (যৌথ ও একককভাবে/ পূর্ণত/ সীমাবদ্ধ) থেকে **₹১,০৪,০৯,৮৪৫.৬৩ (এক কোটি চার লক্ষ নয় হাজার আটশো পঁয়তাল্লিশ টাকা তেষট্টি পয়সা মাত্র),** তৎসহ ১১.০৯.২০১৭ থেকে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৫.৫৮% হারে বকেয়া ও ভবিষ্যতের সরল সুদ ও মাশুল বাবদ ₹১,০৭,০০০.০০ (এক লক্ষ সাত হাজার টাকা মাত্র) বকেয়া ও অনাদায়ী রয়েছে।

২. এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উপরিলিখিত অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য আপনাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যার অন্যথা হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহের সংস্থান মোতাবেক আপনাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পুনরুদ্ধারের আইনি প্রক্রিয়া চালানো হবে।
৩. এতদ্দ্বারা শুনানির পরবর্তী তারিখের মধ্যে আপনাদের পরিসম্পদসমূহের বিশদ খতিয়ান একটি হলফনামার মাধ্যমে ঘোষণার জন্য আপনাদের প্রতি আদেশ জারি করা হচ্ছে।
৪. এতদ্দ্বারা এই কার্যাদির পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে **২৮.০৯.২০২৬** তারিখে সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে হাজির থাকার জন্য আপনাদের প্রতি আদেশ জারি করা হচ্ছে।
৫. ওপরে লেখা অর্থাঙ্ক ছাড়াও আপনারা নিম্নলিখিত অর্থাঙ্ক প্রদানে দায়বদ্ধ:
(ক) কার্যাদি সম্পন্নকারী এই সার্টিফিকেটের বিজ্ঞপ্তি/ প্রক্রিয়া শুরুর পরবর্তী মেয়াদের জন্য প্রদেয় সুদ;
(খ) এই বিজ্ঞপ্তি ও পরোয়ানার পরিষেবা এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের কার্যাবলি সংক্রান্ত যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি।

নীচে এই ট্রাইবুনালের সিলমোহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম। তারিখ: **২৩.০৬.২০২৬**।

স্বাঃ–
(প্রদীপ কুমার মণ্ডল)
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল–৩

পাঞ্জাব নেশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

সার্কল অফিস: উত্তর ২৪ পরগনা
৪৮এ, যশোর রোড, বারাসত (শেঠ পুকুরের কাছে), পশ্চিমবঙ্গ, পিন– ৭০০১২৪
টেলিফোন নং: ০৩৩–২৫৮৪ ০২২৮; ই–মেল: con24pngad@pnb.bank.in

প্রেমিসেস আবশ্যক

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের আগরপাড়া রেলওয়ে স্টেশন শাখার জন্য ১৪০০ বর্গফুট থেকে ১৮০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া (এটিএম–এর জায়গা সহ) বিশিষ্ট উপযুক্ত, প্রস্তুত এবং সুনির্মিত হল–টাইপ ভবনের ইজারা/ ভাড়ার ভিত্তিতে প্রয়োজন। প্রেমিসেসটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রাউন্ড ফ্লোর হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং যদি ফার্স্ট ফ্লোর হয় তবে লিফটের সুবিধা থাকতে হবে, যা **আগরপাড়া উত্তর, স্টেশন রোড, পোস্ট অফিস– আগরপাড়া, থানা– খড়দহ, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা– ৭০০১০৯ (পশ্চিমবঙ্গ)–এ অবস্থিত বর্তমান আগরপাড়া রেলওয়ে স্টেশন শাখার কাছাকাছি হতে হবে।** প্রস্তাবিত প্রেমিসেসের জন্য বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সমস্ত ছাড়পত্র থাকতে হবে। কাঙ্ক্ষিত এলাকার এই ধরনের প্রেমিসেসের আগ্রহী মালিক/ নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডাররা, যাঁরা দীর্ঘমেয়াদী ইজারার ভিত্তিতে, বিশেষত ১৫ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য, তাঁদের অবিলম্বে ব্যবহারযোগ্য প্রেমিসেসটি ইজারা দিতে প্রস্তুত, তাঁরা ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট www.pnbindia.in–এ উপলব্ধ নির্ধারিত ফর্ম্যাটে তাঁদের প্রস্তাব পাঠাতে পারেন অথবা অফিস চলাকালীন উপরের ঠিকানা থেকেও তা সংগ্রহ করা যেতে পারে। যথাযথভাবে সিলমোহর ও স্বাক্ষর করা সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি আগামী **৩০.০৯.২০২৬ তারিখ বা তার আগে দুপুর ১টার মধ্যে** নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে উপরের ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
ব্যাঙ্কের তরফ থেকে কোনো ব্রোকারেজ প্রদান করা হবে না। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো একটি বা সমস্ত প্রস্তাব নিজ বিবেচনা অনুযায়ী গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করে।

তারিখ: ১৭.০৯.২০২৬ স্বা/– সার্কল হেড

केनरा बैंक Canara Bank সিন্ডিকেট Syndicate

১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি

রাজারহাট শাখা (৩২৬৭)
সুরজ অ্যাপার্টমেন্ট, ডিএলএফ বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, ঢালিপাড়া, নিউ টাউন, গোপালপুর, পোঃঅঃ– রাজারহাট গোপালপুর, পিন–৭০০১৩৬

রেফারেন্স নং: SARFAESI/13(2)/3267/VP **তারিখ: ১৬.০৯.২০২৬**

প্রতি:
১. **বিকাশ পোপট,** ৭৬, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, বৌবাজার, ব্লক ‘এ’, ২ নং ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০০১২
২. **সুনীতি পোপট,** স্বামী– বিকাশ পোপট, ৭৬, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, বৌবাজার, ব্লক ‘এ’, ২ নং ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০০১২

মহাশয় / মহাশয়া,
বিষয়: সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি।
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এখানে এর পরে ‘উক্ত অ্যাক্ট’ হিসেবে উল্লিখিত)–এর অধীনে **কানাড়া ব্যাঙ্ক, রাজারহাট শাখা (এখানে এর পরে ‘সুরক্ষিত ঋণদাতা’ হিসেবে উল্লিখিত)**–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিযুক্ত নিম্নস্বাক্ষরকারী এতদ্দ্বারা আপনাদের প্রতি নিম্নবর্ণিতমতো এই বিজ্ঞপ্তি জারি করছেন:
আপনারা, **বিকাশ পোপট**, পিতা– প্রয়াত নবীন পোপট এবং **সুনীতি পোপট**, স্বামী– বিকাশ পোপট **(এখানে এর পরে ‘ঋণগ্রহীতাগণ’ হিসেবে উল্লিখিত)** এখানে নীচের **তফসিল ‘এ’ ও ‘সি’**–তে বর্ণিত ঋণের সুবিধা/ সুবিধাবলি ও দায় গ্রহণ করেছিলেন এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুকূলে জামিনচুক্তি(সমূহ) সম্পাদন করেছিলেন। উক্ত আর্থিক সহায়তা গ্রহণের সময় উপরোক্ত চুক্তির শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে উক্ত ঋণের অর্থাঙ্ক(সমূহ) পরিশোধে আপনাদের দায়বদ্ধতা স্বীকার করেছিলেন।
আপনারা (**তফসিল ‘বি’**তে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ) এখানে নীচের তফসিল ‘বি’–তে বর্ণিত সুরক্ষিত পরিসম্পদের প্রেক্ষিতে চুক্তিবদ্ধও হয়েছিলেন।

তফসিল ‘এ’ এবং ‘সি’
[ঋণগ্রহীতা দ্বারা গৃহীত ঋণের সুবিধা সম্পর্কিত বিশদ তথ্য]

ঋণের প্রকৃতি (লোন অ্যাকাউন্ট নং)	ঋণের অর্থাঙ্ক (₹)	১৬.০৯.২০২৬ অনুযায়ী সুদ সমেত দায়	সুদের হার
হাউজিং ফিনান্স (৩২৬৭৬১৯০০০১০৬)	₹৬৩,৭৪,৮৬২.০০	₹৬৯,১৫,৬০২.০৩, তৎসহ ১৬.০৯.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য সুদ ও অন্যান্য চার্জ	বর্তমান হারে সুদ + ২% হারে দণ্ডমূলক সুদ
কানাড়া হোম লোন সিকিওর (৩২৬৭৬৩১০০০০২০)	₹৪,৪১,৪৪৮.০০	₹৪,১১,০১৯.০০, তৎসহ ১৬.০৯.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য সুদ ও অন্যান্য চার্জ	বর্তমান হারে সুদ + ২% হারে দণ্ডমূলক সুদ

আপনাদের দ্বারা আমাদের অনুকূলে স্বাক্ষরিত বিবিধ প্রাসঙ্গিক নথির মাধ্যমে এখানে নীচের **তফসিল ‘বি’**–তে বিশদে ও নির্দিষ্টরূপে বর্ণিত সম্পত্তির বন্ধকি দ্বারা উপরিলিখিত ঋণ/ধারের সুবিধা যথাযথরূপে সুরক্ষিত ছিল। আপনারা নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে **আপনাদের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ১৫.০৯.২০২৬ তারিখে** এই ব্যাঙ্ক উক্ত ঋণটি অনুৎপাদক পরিসম্পদ (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। সেই কারণে, এতদ্দ্বারা আমরা উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ষাট (৬০) দিনের মধ্যে আপনাদের দায় বাবদ **১৬.০৯.২০২৬** তারিখের ভিত্তিতে **₹৭৩,২৬,৬২১.০৩** (তিয়াত্তর লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ছশো একুশ টাকা তিন পয়সা মাত্র), তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ ও চার্জ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের আহ্বান জানাচ্ছি, যার অন্যথা হলে আলোচ্য অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে আমরা সকল বা যে কোনও অধিকার প্রয়োগে বাধ্য হব।
পাশাপাশি, আমাদের আগাম লিখিত অনুমতি ছাড়া এখানে নীচের **তফসিল ‘বি’**–তে বর্ণিত সুরক্ষিত পরিসম্পদ নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না–করার জন্য আপনাদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। আলোচ্য অ্যাক্ট এবং/বা বিদ্যমান অন্য যে কোনও আইনের অধীনে আমাদের প্রতি উপলব্ধ অধিকারের প্রতি পক্ষপাতবিহীনভাবে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হচ্ছে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।
শাখায় উপলব্ধ তথ্য অনুসারে আপনাদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানাতেও এই দাবি বিজ্ঞপ্তিটি প্রাপ্তিস্বীকারপত্র–সহ রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে।

তফসিল ‘বি’
–: সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিশদ বিবরণ :–
স্থাবর: বিকাশ পোপট ও সুনীতি পোপট (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)–এর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ [CERSAI আইডি: ২০০০৫৩০২৫৩৭৬]
নিম্নোক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট/ অ্যাপার্টমেন্ট নং ৩সি–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: কার্পেট এরিয়া সামান্য কমবেশি ৮৮৭ বর্গফুট [বিল্ট আপ এরিয়া ১০৩৮ বর্গফুট (এর মধ্যে ২৩ বর্গফুটের ব্যালকনি/ বারান্দা ও এর সঙ্গে সংযুক্ত খোলা ছাদের ৫০% বাবদ ২২ বর্গফুট অন্তর্ভুক্ত) এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩০৭ বর্গফুট, তৎসহ যৌথ এলাকা ও ইনস্টলেশনের আনুপাতিক অংশ বাবদ সামান্য কমবেশি ৩১৪ বর্গফুট] মাপের আবাসিক ফ্ল্যাট/ অ্যাপার্টমেন্ট, ‘ময়রা’ হাউজিং কমপ্লেক্সের এ৪ ব্লকের ৩ নং ফ্লোরে, তৎসহ উক্ত হাউজিং কমপ্লেক্সের খোলা প্রাঙ্গণে একটি মাঝারি আকারের মোটরগাড়ি পার্ক করার অধিকার এবং উক্ত ফ্ল্যাটের সঙ্গে সংযুক্ত খোলা ছাদ (বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৪৪ বর্গফুট) একচেটিয়াভাবে ব্যবহারের অধিকার সমেত, যার অবস্থান: মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৮৮এ, বসন্ত লাল সাহা রোড (স্থানীয়ভাবে বি এল সাহা রোড নামে পরিচিত) (পূর্বতন প্রেমিসেস নং ৮৮, বসন্ত লাল সাহা রোড, কলকাতা– ৭০০০৫৩ এর একটি বিভক্ত ও চিহ্নিত অংশ), থানা– বেহালা, পোঃঅঃ– নিউ আলিপুর, কলকাতা– ৭০০০৫৩, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১১৬ নং ওয়ার্ড, জমির পরিমাপ ১৫ বিঘা ১১ কাঠা ০০ ছটাক ৩৬.৫৫ বর্গফুট (৩৫৯.৭ বর্গমিটার বা কমবেশি ৫ কাঠা ৬ ছটাকের সমতুল্য জমি হ্রাসের পর), এবং সম্পূর্ণ আর এস দাগ নং ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬ ও ৫৩৭, আর এস দাগ নং ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০ ও ৫৪১–এর অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত, আর এস খতিয়ান নং ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৮১, ৯০ ও ৬৮৯–তে নথিভুক্ত, এগুলি মৌজা– ইটলঘাটা, জে এল নং ১০, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজ্য– পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।
বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– অংশত প্রেমিসেস নং ৬১/২, বি এল সাহা রোড এবং অংশত প্রেমিসেস নং ১৪৩, বি এল সাহা রোড; পূর্ব– অংশত বসন্ত লাল সাহা রোড (ভূমির মালিক এবং/বা তাদের স্বত্বের পূর্বসূরীদের দ্বারা কেএমসি–কে উপহার দেওয়া জমি সমেত) এবং আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ১৪৩ বি এল সাহা রোড; দক্ষিণ– অন্যান্য কয়েকজনের সম্পত্তি; পশ্চিম– অন্যান্য কয়েকজনের সম্পত্তি।

তারিখ: ১৬.০৯.২০২৬ **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা **কানাড়া ব্যাঙ্ক**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

আরওএসএআরবি কেএমআর
৪, ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা–৭০০০০১
ই–মেল: SARKOL@bankofbaroda.bank.in

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার ‘এ’
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি;
‘পরিশিষ্ট IV–A [রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে **ব্যাঙ্ক অফ বরোদার** অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই–নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম /লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য ইএমডি অর্থাঙ্ক বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (গঠনমূলক / বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	মেসার্স জে ডি গারমেন্টস প্রোপ্রাইটর: মিঃ জয়দেব দাস ঠিকানা: ৬/১/এইচ/২৬, বিপ্লবী বারীন সরণি, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা–৭০০০৬৭	প্রথম তফসিলে বর্ণিত জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে দক্ষিণ–পূর্ব ভাগে ২টি (দুটি) বেডরুম, ডাইনিং, রান্নাঘর, দুটি বাথ এবং প্রিভি নিয়ে গঠিত সামান্য কমবেশি ৭৬৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ‘সি১’–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ১৬/২, মুরারি পুকুর রোড, বর্তমানে বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি, থানা– মানিকতলা, ওয়ার্ড নং ১৪, শিয়ালদহ এডিএসআর–এর অধীন, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এলাকাধীন, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা– ৭০০০৬৭, পশ্চিমবঙ্গ, তৎসহ উক্ত বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য পরিবর্তনশীল সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ, স্বত্ব, সকল সাধারণ এলাকা ও যৌথ সুযোগ–সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার।	₹২২,৮৭,৪৬০.৬৩ তৎসহ পুরো বকেয়া পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অপ্রযুক্ত সুদ, মাশুল ও চার্জ	০৬.১০.২০২৬ সময়: দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹৩১,১৪,৪৫০.০০ ₹৩,১১,৪৪৫.০০ ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন) সম্পর্কিত আধিকারিক–
২	মিঃ সায়ন চক্রবর্তী এবং মিসেস অরিজিতা(Aurijita) চ্যাটার্জি ১/১৪, নস্কর পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, শহিদ নগর, স্পাইস অফ জয় দোকানের কাছে, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত–৭০০০৩১	বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ, বিল্ডিংয়ের অপর সহ–উপভোক্তা বা অপর ফ্ল্যাট ক্রেতাদের সঙ্গে যৌথভাবে বিল্ডিংয়ের (মার্বেলের মেঝে দেওয়া) গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে টপ ফ্লোর পর্যন্ত যাবতীয় ফিটিংস ও ফিক্সচারস, বিল্ডিংয়ের সর্বোচ্চ তলে ছাদ ব্যবহার, বিল্ডিং ও প্রেমিসেসে উক্ত ফ্ল্যাট থেকে আসা–যাওয়া, প্রেমিসেসের যৌথ এলাকা, সাধারণ সুযোগ–সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে দক্ষিণ–পশ্চিম ভাগে দুটি বেডরুম, একটি কিচেন কাম ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, দুটি টয়লেট, একটি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত সামান্য কমবেশি ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৭–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: কেএমসি প্রেমিসেস নং ৮৯/১, পূর্বাচল মেন রোড, কলকাতা–৭০০০৭৮, ওয়ার্ড নং ১০৬, থানা– কসবা, বর্তমানে গড়ফা, বরো নং ১২, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এলাকাধীন।	₹২৫,৬৮,৯৫৫.০০ তৎসহ পুরো বকেয়া পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অপ্রযুক্ত সুদ, মাশুল ও চার্জ	০৬.১০.২০২৬ সময়: দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹২৫,২০,০০০.০০ ₹২,৫২,০০০.০০ ₹১০,০০০.০০	প্রতীকী	যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন) সম্পর্কিত আধিকারিক–
৩	মেসার্স স্মাইল্যাক্স ট্রেক্সিম প্রাঃ লিঃ (১২, কৈলাশ বোস স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ২৭, কলকাতা–৭০০০০৬) ডিরেক্টর: মিঃ উত্তম চক্রবর্তী ডিরেক্টর: মিসেস অমিয়া চক্রবর্তী	বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে তিনটি রুম, কিচেন, বাথ ও প্রিভি (টয়লেট) নিয়ে গঠিত ও সামান্য কমবেশি ৯০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ৭এ, কৈলাশ বোস স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ২৭, থানা– আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০৬। সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– ৩৩, মদন মিত্র লেন; দক্ষিণ– ৭বি, কৈলাশ বোস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০৬; পূর্ব– ৭সি, কৈলাশ বোস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০৬; পশ্চিম– কর্পোরেশনের গলি।	₹২,৭৪,১০,৩৬৮.৩৪ তৎসহ পুরো বকেয়া পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অপ্রযুক্ত সুদ, মাশুল ও চার্জ	০৬.১০.২০২৬ সময়: দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹৫১,০৩,০০০.০০ ₹৫,১০,৩০০.০০ ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন) সম্পর্কিত আধিকারিক–
৪	মেসার্স সুমন চাল আড়ত ঋণগ্রহীতা: মিঃ মহঃ আমানুল্লা সাঁফুই, মেসার্স সুমন চাল আড়তের প্রোপ্রাইটর, নিবাস: দক্ষিণ বারাসত, বাংলার মোড়, পিন–৭৪৩৩৭২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ জামিনদার: মিসেস আঙ্গিনা সাঁফুই, স্বামী– আমানুল্লা সাঁফুই, পদ্মেরহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩৩৭২	দোতলা বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ০৮ শতক বা ০৪ কাঠা ১২ ছটাক ২০ বর্গফুট জমির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– পদ্মেরহাট, জে এল নং ৭, তৌজি নং ১৫৬, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৬০৭, এল আর খতিয়ান নং ১৯১২, দক্ষিণ বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– জয়নগর, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল মোতাবেক): উত্তর– মোজারুল সাঁফুইয়ের জমি; দক্ষিণ– আনারুল সাঁফুইয়ের জমি; পূর্ব– আরশাদ মোল্লার জমি; পশ্চিম– পিডব্লুডি রাস্তা। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (বাস্তবিক): উত্তর– অন্যের সম্পত্তি; দক্ষিণ– ফাঁকা জমি; পূর্ব– অন্যের সম্পত্তি; পশ্চিম– পিডব্লুডি রাস্তা।	₹২০,৫৬,৭০৩.৬০ তৎসহ পুরো বকেয়া পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অপ্রযুক্ত সুদ, মাশুল ও চার্জ	০৬.১০.২০২৬ সময়: দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹২৯,৫২,০০০.০০ ₹২,৯৫,২০০.০০ ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন) সম্পর্কিত আধিকারিক–
৫	মিঃ সৈয়দ তারিক হোসেন এবং মিসেস শাহিন ইসলাম ৫০, ডেন্ট ভিশন রোড, খিদিরপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত–৭০০০২৩	‘হাইল্যান্ডস গ্রিনস’ নামক বহুতল আবাসনের ১৫ নং বিল্ডিংয়ের ১৪ নং ফ্লোরে ব্যালকনি সমেত সামান্য কমবেশি ৪৬৮ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া (বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৫৪৮ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৭১২ বর্গফুট) বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নং ‘১৪এ১’ (এখানে এর পরে ‘উক্ত ফ্ল্যাট’ রূপে উল্লিখিত), তৎসহ উক্ত আবাসনে ‘জে৩০৮’ নম্বরযুক্ত একটি ফোর–হুইলার কভার্ড পার্কিং স্পেসের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– মিরপুর, জে এল নং ৪২, খতিয়ান নং ৩, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১২, ৩৬–৪২, ১/৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৮–৫১, ৬০, ৭৭, ৩৭/১০২, ৩৮/১০৩, ৩৯/১০৪, ৪০/১০৬, ৪১/১০৭, ৪২/১০৮, ৪৫/১০৯, মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন, প্রেমিসেস নং ১, নিউ বাটা রোড, বাটানগর, ওয়ার্ড নং ২৭, ২৮, থানা– মহেশতলা, পোঃঅঃ– বাটানগর, এডিএসআর– বেহালা, ডিএসআর– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তৎসহ উক্ত প্রেমিসেস সম্পর্কিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– নিউ বাটা রোড; দক্ষিণ– নুঙ্গি স্টেশন রোড এবং ১ নং গেট; পূর্ব– নিউ বাটা রোড; পশ্চিম– জলাশয় এবং জলাশয় সংলগ্ন ভূখণ্ড। ফেজ ১এ জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– হাইল্যান্ড গ্রিনস টাওয়ার নং ৫, ৬, ৩৭ ও ৩৮; দক্ষিণ– হাইল্যান্ড গ্রিনস টাওয়ার নং ৮ এবং এমএলসিপি; পূর্ব– হাইল্যান্ড গ্রিনস টাওয়ার নং ৮, ৯, ১০, ১১, ১২; পশ্চিম– হাইল্যান্ড গ্রিনস টাওয়ার নং ২৮, ২৯, ৩০, ৩১।	₹২৩,৯৩,২৬৬.০০ তৎসহ পুরো বকেয়া পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অপ্রযুক্ত সুদ, মাশুল ও চার্জ	০৬.১০.২০২৬ সময়: দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹২৪,৭৫,০০০.০০ ₹২,৪৭,৫০০.০০ ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন) সম্পর্কিত আধিকারিক–
৬	মিসেস উর্মি মাইতি ঠিকানা নং ১: ‘স্বপ্নমন্দির অ্যাপার্টমেন্ট’, ফ্ল্যাট নং ‘ই’, ৩ নং ফ্লোর, ৫/৯/১, নৃপেন ঘোষ সরণি, পোঃঅঃ– হৃদয়পুর, থানা– বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা– ৭০০১২৭ ঠিকানা নং ২: গ্রাম– বোদাই, পোঃঅঃ– বোদাই, থানা– আমডাঙা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা– ৭০০১২৬ সন্দীপ কুমার মাইতি ঠিকানা নং ১: ‘স্বপ্নমন্দির অ্যাপার্টমেন্ট’, ফ্ল্যাট নং ‘ই’, ৩ নং ফ্লোর, ৫/৯/১, নৃপেন ঘোষ সরণি, পোঃঅঃ– হৃদয়পুর, থানা– বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা– ৭০০১২৭ ঠিকানা নং ২: গ্রাম– বোদাই, পোঃঅঃ– বোদাই, থানা– আমডাঙা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা– ৭০০১২৬	‘স্বপ্নমন্দির অ্যাপার্টমেন্ট’ নামে পরিচিত জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের ৩ নং ফ্লোরে দক্ষিণ–পূর্ব কোণে ২টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং রুম, ১টি কিচেন, ১টি টয়লেট, ১টি ডব্লুসি ও ১টি বারান্দা নিয়ে গঠিত সামান্য কমবেশি ৭৮৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ‘ই’–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, তৎসহ উক্ত বিল্ডিংয়ের যৌথ এলাকা ও সাধারণ সুযোগ–সুবিধা, এজমালি অধিকার সহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত সামান্য কমবেশি ৬ কাঠা ৬ ছটাক ৫ বর্গফুট [আর এস দাগ নং ৩৩২, এল আর দাগ নং ৬৮৫, আর এস খতিয়ান নং ১৩২, এল আর খতিয়ান নং ১৭৬৮/১ সংবলিত ৩ কাঠা ৮ ছটাক ৫ বর্গফুট এবং আর এস দাগ নং ২৪৭ ও ২৪৮, এল আর দাগ নং ৬৯১, আর এস খতিয়ান নং ১৩৪ ও ২২৩, এল আর খতিয়ান নং ৪৩৯ সংবলিত ২ কাঠা ১৪ ছটাক] বাস্তু জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– হরিহরপুর, জে এল নং ৪০, রে সা নং ১১৯, তৌজি নং ১৪৬, পরগনা– আনোয়ারপুর, থানা– বারাসত, এডিএসআর– বারাসত–এর অধিক্ষেত্রাধীন, বারাসত পুরসভার এলাকাধীন, ওয়ার্ড নং ৩৫ (নতুন), পুরনো নং ৩০, হোল্ডিং নং ৫/৯/১, নৃপেন ঘোষ সরণি, পোঃঅঃ– হৃদয়পুর, থানা– বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– লিফট, সিঁড়ি ও করিডর; দক্ষিণ– উন্মুক্ত আকাশ; পূর্ব– চৌধুরি ভিলা; পশ্চিম– ফ্ল্যাট নং ‘ডি’।	₹২৫,৬৯,৯৩৯.০০ তৎসহ এনপিএর তারিখ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ, মাশুল ও চার্জ	০৬.১০.২০২৬ সময়: দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹১৫,২৮,৯৯৭.০০ ₹১,৫২,৯০০.০০ ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন) সম্পর্কিত আধিকারিক–

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm** এবং অনলাইন নিলাম পোর্টাল **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গেও এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন: মোবাইল: ৮৩৩৫০০৫০৬৬।

১. এই বিক্রি সুরক্ষিত ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।
২. **সম্পত্তি ক্রম নং ২ প্রতীকী দখলে রয়েছে** এবং বিডাররা প্রতীকী দখলে থাকা এই সম্পত্তি নিজের দায় ও ঝুঁকিতে ক্রয় করছেন।
৩. ব্যাঙ্ক উক্ত সম্পত্তির **(ক্রম নং ২)** কেবলমাত্র প্রতীকী দখল হস্তান্তর করবে এবং নিলামে সফল বিডার বা ক্রেতা ব্যাঙ্কের থেকে এই সম্পত্তিগুলির বাস্তবিক দখলের জন্য দাবি জানাবেন না।
৪. সম্পত্তির **(ক্রম নং ১, ৩, ৪, ৫ ও ৬–এর ক্ষেত্রে)** বাস্তবিক দখল দিতে ব্যাঙ্ক দায়ী বা কর্তব্যপরায়ণ থাকবে।
৫. জমাকৃত অর্থাঙ্ক ফেরতের ক্ষেত্রে নিলামে সফল ক্রেতা কোনও সুদ পাওয়ার জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৬. ই–নিলামের অব্যবহিত পরেই নিলামে সফল ক্রেতাকে উপরিলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি নিশ্চিতকরণের ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে হবে।
৭. বিক্রির পরে সফল বিডার ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁর তরফে জমাকৃত বিডের ইএমডি অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।

তারিখ: ১৭.০৯.২০২৬ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা ব্যাঙ্ক অফ বরোদা